দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 12 FEB 2014 ...

সাক্ষাৎকার

২০১২ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর নিয়োগ পাবার পর অধ্যাপক ড. ডালেম চন্দ্র বর্মণ আশা ইউনিভার্সিটির ভিসি হিসাবে ৪ অক্টোবর যোগদান করেন। তিনি আশা ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর বোর্ড অব ট্রাস্ট্রিজ-এর একজন সদস্য হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। ১৯৭৪ সালে প্রভাষক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে যোগদান করেন। দীর্ঘ প্রায় ৪০ বছরের শিক্ষকতা জীবনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পীস এন্ড কনফ্লিক্ট বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপকসহ বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি নটরডেম কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক হিসেবে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। পেশাগত জীবনের শুরুতে তিনি বাংলাদেশ একাডেমী ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট-এর এসিসটেন্ট ইন্সট্রাকটর (রিসার্চ) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। নামী এই শিক্ষাবিদের সাথে সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলে লিখেছেন— **নিজামুল হক**

কিছু 'ব্যাড ইউনিভার্সিটি'র কারণে শিক্ষার্থীরা বিপাকে পড়ছে

দেশে কিছু ব্যাড ইউনিভার্সিটি রয়েছে

দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কিছু ব্যাড ইউনিভার্সিটি রয়েছে। যার কারণে শিক্ষার্থীরা বিপাকে পড়ে। দ' আদ্যক্ষরের একটি বেসকারি বিশ্ববিদ্যালয় দেশের বিভিন্ন স্থানে শাখা খুলে সার্টিফিকেট বিতরণ করছে এমন অভিযোগ রয়েছে। খারাপ মানের এই বিশ্ববিদ্যালয়টি থেকে অনেক শিক্ষার্থী ডিগ্রী নিয়ে বিপাকে পড়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রীর সার্টিফিকেট কেউ গ্রহণ করছে না। এছাড়া আরো কিছু বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে যেখানে অনেক সমস্যা রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মান নিয়ে যা বলতে চাই

সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মান এক নয়। শুধু তাই নয়, সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনার মানও এক নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলা হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়টির সাথে অন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তেমন তুলনা করা যায় না। শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে সরকারের নানা উদ্যোগ আছে। শিক্ষার্থীর স্বার্থ বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেও এ বিষয়ে উদ্যোগী হতে হবে।

শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা কম

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের বেতন বেশি। কিন্তু দায়িত্ববোধও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে কম নয়। কিন্তু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের চাকরির কোন স্থায়িত্ব নেই। এছাড়া অন্য কোন সুযোগ সুবিধাও নেই।

টিউশন ফি যে কারণে কমানো যাচ্ছে না

শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে টিউশন ফি নিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হয়। আশা ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রেও তাই। আমার মনে হয় টিউশন ফি কমাতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু তা সম্ভব হচ্ছে না। পড়াতে গেলে তো পয়সা লাগে।

নিয়োগ ও শিক্ষার্থী ভর্তি নীতিমালা আছে, সবাই বাস্তবায়ন করছে না

শোনা যায়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ ও ভর্তি নীতিমালা নেই। এটা সত্য নয়। আশা ইউনিভার্সিটিতে নিয়োগ ও নীতিমালা ভর্তি রয়েছে। কোন যোগ্যতার ভিত্তিতে একজন শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ পাবেন তা নীতিমালায় বলা আছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী, মুক্তিযোদ্ধার সন্তানরা বিভিন্ন হারে টিউশন মওকুফ পাচ্ছেন। শিক্ষার্থী দরিদ্র কিনা তার খোঁজ-খবর নিয়েই টিউশনি ফি কমানো বা মওকুফের বিষয়টি করা হয়। অনেক বিশ্ববিদ্যালয় হয়তো সবকিছু মানছে না।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কারণে কাজের মনিটরিং ও জবাবদিহি করা হচ্ছে না

সবার কাজের মনিটরিং ব্যবস্থা থাকলে শিক্ষার মান আরো ভালো করা যেতো। এক সময় ছিল বিভাগীয় চেয়ারম্যানরাই সব কাজ করতেন। প্রশাসনিক ক্ষমতাও ছিল বেশি। কিন্তু এখন তা পাল্টে গেছে। তিন বছর পর পর চেয়ারম্যান পরিবর্তন হন। সময়ের ধারাবাহিকতায় সহকারি অধ্যাপকরাও বিভাগীয় চেয়ারম্যান হন। একজন সহকারি অধ্যাপক যখন বিভাগীয় চেয়ারম্যান হন, তখন তার একসময়ের অধ্যাপক পদমর্যাদার শিক্ষককে তিনি কিভাবে মনিটরিং করবেন। কাজের জবাবদিহি নেবেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক শিক্ষক রয়েছে। এক সময় কোন কোন শিক্ষক কোর্সই পেতেন না। দুইজন শিক্ষক একটি কোর্স ভাগ করে পড়িয়েছেন।

আশা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষককে ৩৬ ঘণ্টা সময় দিতেই হবে। এই সময়ে শিক্ষার্থীদের সাথে সে দেখা করতে পারে। ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ মেধাবীরাই আশা ইউনিভার্সিটির শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ পান। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত শিক্ষক থাকতে হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ নামী-দামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার কারণ হলো ইমেজ তৈরি। কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যে ভালো করেছে। তাদের পড়াশোনার মান ভালো। আমি চাই, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই বিশ্ববিদ্যালয়টি আরো ভালো অবস্থানে পৌছবে।

চাকরি জীবনের অভিজ্ঞতা

আমার সরকারি ও বেসরকারি উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করার সুযোগ হয়েছে। এ কারণে উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়ার ধরন ও মান নিয়ে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। আগের চেয়ে শিক্ষা অনেক দূর এগিয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা আরো বেশি দক্ষ হচ্ছে।